66

দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...21 JUL 1995...
পৃষ্ঠা ... কলাম ৬...

পরীক্ষার হলে কেন এই অস্থিরতা?

এইচ এস সি পরীক্ষা চলছে। শুরু হয়েছে ৬ জুলাই থেকে। বাংলা এবং ইংরেজী পরীক্ষার ৪টি দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে নানান অপ্রীতিকর ঘটনা। পরীক্ষক নকল করা প্রতিহত করেছেন। বহিষ্কার করেছেন পরীক্ষার্থীকে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরীক্ষার হলে ভাঙচুর হয়েছে, শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন। কোথাও কোথাও কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট, টি,এন,ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে সরকারী কর্মকর্তাদের বাসভবন, অফিসকক্ষেও হামলা চালানো হয়েছে। প্রতিবছর পরীক্ষার সময় কেন এই অস্থিরতা? ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় নকল করতে চান কেন? সারাবছর তারা কি করেন? একজন শিক্ষকের শরীরে হাত তুলতে একজন ছাত্রের বিবেকে বাধে না? এই অস্থিরতার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এইভাবে: একটি সূত্রের মতে, দেশের পরীক্ষার হলগুলোতে যত ঘটনা ঘটেছে তার অধিকাংশই বিশেষ মহলের সাহসের জন্য ঘটেছে। কোথাও কোথাও এমন ঘটনা ঘটেছে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির সন্তান পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষকের সামনেই নকল করতে শুরু করলো। বহিষ্কার করলেন পরীক্ষক। নামী বাবার দামী সন্তান। মান-সম্মানের প্রশ্ন। পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে শুরু হল প্রতিক্রিয়া। ইয়ার বন্ধুদের বোঝালো পরীক্ষক অন্যায়ভাবে তার খাতা নিয়ে নিয়েছে। ব্যস লেগে গেল লঙ্কাকান্ড। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বেলায়ও তাই ঘটছে। সারাবছর মিছিল- মিটিং করে সময় কেটেছে। পাঠ্যবইয়ের সাথে সম্পর্ক নেই। পরীক্ষার হলে বসেই নকল করা শুরু। পরীক্ষক তাকে হয়তো বহিষ্কার করলেন। শুরু হয়ে গেল ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। জ্বালাও পোড়াও ভাংচুর। এইসব ঘটনায় দোষী ব্যক্তির শাস্তি হয়েছে এমনটি শোনা যায় না। এমনও তো দেখা যায়, সংগঠনের নাম দিয়ে অন্যায় করছে অথচ অভিভাবকদের অনেকেরই এই ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা নেই। ছেলে নকল করে ধরা পড়লেই যেন ছেলের অযোগ্যতা। ধরা না পড়লে কেউ কেউ আবার বলে বেড়ান আমাদের অমুক নকল করতে ওস্তাদ। আরে বাবা নকল করাও এক ধরনের যোগ্যতা। ইদানীং প্রায়ই পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার গুজব রটছে। এই গুজবে কারও পাত্তা দেওয়া উচিত নয়। অথচ অনেক পরিবারে দেখা যায়, বাবা-চাচারাও পর্যন্ত ছোটেন প্রশ্নপত্রের খোঁজে। অথচ এই প্রবণতা যে কত ক্ষতিকর তা ভেবে দেখা হচ্ছে না। ভাবটা যেন এমন, যে কোন উপায়ে একটি সার্টিফিকেট চাই। পরীক্ষায় পাস করাটাই বড় কথা। কি শিখলো কি শিখলো না তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়। বছর বছর পরীক্ষায় পাস করলো কিনা সেটাই বড় কথা। নিয়ম মানার অভ্যাস নেই। অনিয়মই যেন নিয়ম। এইচ, এসসি পরীক্ষায় বোর্ডের লিখিত নির্দেশ আছে পরীক্ষার্থীরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে না। কয়েকটি কলেজ এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে পরীক্ষার্থীদের নিকট। অন্যরা জানায়নি। অথবা এড়িয়ে গেছে। কিন্তু কথা উঠলো যে কলেজগুলো নিয়ম মেনেছে তাদের সম্বন্ধে। এই যে নিয়ম সকল কেন্দ্রে মানার চর্চা থাকলে কোন সমস্যাই হতো না। নিয়ম আছে অথচ মানার চর্চা নেই। যা মানা যায় না তার সংশোধন হওয়া দরকার। নিয়ম আছে অথচ মানা হয় না এই চর্চা থাকলে একটার সাথে আরও দশটা অনিয়ম হয়। তখন বাধা দেওয়া যায় না। আজকাল কথায় কথায় তরুণদের নিয়ে হতাশা প্রকাশ করা হচ্ছে। ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি নেই তাই এমনটি হচ্ছে। কোন তরুণ পাড়ার মাস্তান অথবা হলের ক্যাডার। মিছিলের সৈনিক। অথবা কোন বড় ভাইয়ের অতি আদরের কেউ। অন্যায় করেও তার শাস্তি হচ্ছে না। হয়তো কোন তরুণ, কোন এক পক্ষের কর্মী বা নেতা। নিজেই গুলী ছুঁড়ে, কোমরে পিস্তল গুঁজে শ্লোগান দিচ্ছে সন্ত্রাসীদের আস্তানা ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। এ্যাকশন এ্যাকশন ডাইরেক্ট এ্যাকশন .... মেধার যেন কোন মূল্য নেই। ক্লাসের ফার্স্টবয় বা মেধাবী ছাত্রটির চেয়ে একজন পিস্তলধারী তরুণ বেশী পরিচিত। বিজ্ঞানের যুগ। অথচ বিজ্ঞান উৎসাহিত হচ্ছে না এই দেশে। কলেজ শিক্ষার ভার এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। দেশের ৬১৮টি ডিগ্রী কলেজ থেকে এইবার মাত্র ৭ হাজার ৮৫১ জন ছাত্র-ছাত্রী বিএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এই যে সংকট তা দূর করার তেমন কোন উদ্যোগ নেই। মেধার প্রতিযোগিতা সৃষ্টিরও তেমন কোন পরিবেশ নেই। একজন বিজ্ঞানী তরুণ, বা ক্লাসের সেরা ছাত্রটিকে পরিচয় করিয়ে দেবার কোন আয়োজন নেই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এস, এস সি ও এইচ এস সিতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী। সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি অনুষ্ঠান। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয় না। মেধাবীদের যোগ্য মর্যাদাদানের পরিবেশ না থাকায় এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী যেন স্রোতের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। যেকোন মূল্যে পাস করাটাই যেন বড় কথা। নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি যেন পছন্দ নয়। বিদেশী কিছু মানেই ভালো কিছু। এক ধরনের উন্নাসিকতায় আক্রান্ত এরা। আমাদের দেশে কোন সাহিত্যিক নেই। লেখা পড়বি তো পাশের দেশের লেখকদের। ওরা যা লেখে না! জিটিভি, মুভি ক্লাব, স্টার প্লাসের অনুষ্ঠানের কোন তুলনাই হয় না। কি বললি বিটিভি? অনেকদিন দেখি না। পরীক্ষায় নকল করা, শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা, পাড়ায় বা মহল্লায় যারা ঝামেলা করে এরা কারও না কারও সন্তান, একটি পরিবারের সদস্য। কাজেই পরিবারই হল প্রথম ধাপ। যেখান থেকে প্রতিবাদ হবে, প্রতিরোধ আসবে। সন্তানের কোন অন্যায় কাজ যদি পরিবার সাপোর্ট না করে তবে সেই সন্তানের পরিবর্তন হতে বাধ্য। আসুন এই বিশ্বাস ছড়িয়ে দেই। উচ্ছল-উজ্জ্বল তারুণ্য স্বাগত জানাই।

ইদানীং প্রায়ই পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার গুজব রটছে। এই গুজবে কারও পাত্তা দেওয়া উচিত নয়। অথচ অনেক পরিবারে দেখা যায়, বাবা-চাচারাও পর্যন্ত ছোটেন প্রশ্নপত্রের খোঁজে।

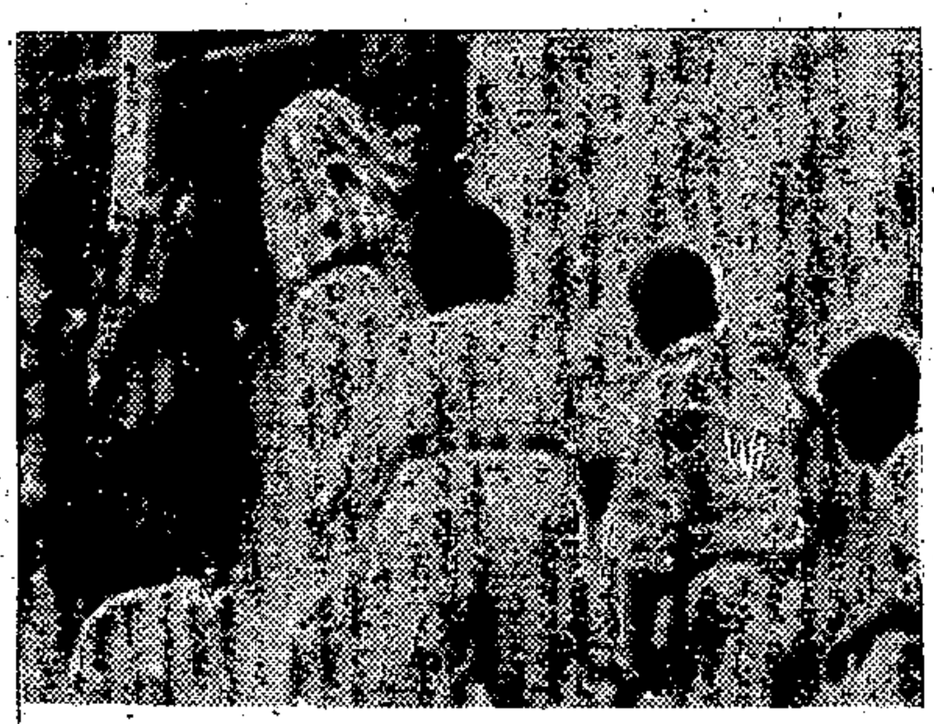

দেশের একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহের দৃশ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি